দামুড়হুদায় একজন করোনা রোগী এবং তার প্রতিবেশীর প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ

দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিকে শারিরীক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন অপরদিকে, তার প্রতিবেশীর অমানবিক আচরণে প্রতিনিয়ত অসহায় এবং শংকার মধ্যে রয়েছে তার পুরো পরিবার।

এমনকি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও তার পুরো পরিবার ঘর হতে বের হতে না পারার কারণে খাদ্য সংকটেরও সম্মুখীন। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি প্রতিবেশীরা।

শুক্রবার ৩ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের চাল, ডাল, ডিম, তেলসহ যাবতীয় খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

এসময় দেখা যায় সমাজের দ্বিমুখী চিত্র। যে প্রতিবেশীরা করোনা রোগীকে নিদারুণ ঘৃণা করছে, মানসিক নির্যাতন করছে, সেই মানুষগুলি-ই নিজেরাই মানছে না স্বাস্হ্য বিধি। আজ সেই অমানবিক ব্যক্তিদের বলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত পরিবারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

আসুন আমরা নিজে সচেতন হই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করার চিন্তা না করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করি।

নাটুদাহ চন্দ্রবাসে জমি নিয়ে মারামারি: মুক্তিযোদ্ধার

সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে জমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সহ ১০ জনের নামে মামলা করার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে চন্দ্রবাস গ্রামের ঝন্টুর ওয়ারিশ রফিক, বেল্টু, শফিক, ফারুক, ইখলাস, আরজিনা, রোজিন, শাহিদার কাছে ৪ কাঠা জমি কেনেন চন্দ্রবাস গ্রামের তাহের ও রবিউল।

কিন্তু এ জমিটি ফজলুল হকের ছেলে পল্টুর ইন্ধনে কালাম জোরপূর্বক দখল করে রাখে। গত বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে তাহের ও রবিউল মিলে তাদের টিনের ছাপড়াটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে সড়াতে গেলে মওলা ডালনাড়ার ছেলে কালাম, বজলু, নেছা ডালনাড়ার ছেলে আতিয়ার, মতিয়ার, ঝন্টুর ছেলে ফারুক, লাল্টু, ইখলাস ও হাশেম নামের এক ব্যাক্তি এসে মারধর শুরু করলে উভয়পক্ষে মারামারি বেঁধে যায়। মারামারি করে ফিরোজের ছেলে নুরইসলাম, জামলার ছেলে আছমত সহ পল্টু গ্রুপের কয়েকজনও আহত হয়।

এ ঘটনায় পল্টু গ্রুপের লোকজন বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত ইউনুস শেখের ছেলে ইউসুফ, ওম্বরের ছেলে টিক্কা, আয়ুব আলী, ইকতার, হাতেম শেখের ছেলে ফিদু শেখ, ইছাহকের ছেলে তরিকুল,ওয়াজের ছেলে শুকুর আলী, আজিজুলের পিতে সাইফুল, জমাতের ছেলে আমিনুল,আকের আলীর ছেলে বগার নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করে।

এ ঘটনায় ৪ জন আসামিকে আটক করে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ি।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে ও ভুক্তভোগী দুই পরিবার তাদের কেনা প্রাপ্য ৪ কাঠা জমি যেন দখল পাই সেজন্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের সুদৃষ্টি কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

জীবননগরে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ঘরে আগুন, থানাই অভিযোগ

দীর্ঘদীন যাবত পরস্ত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েও তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে রাতে আঁধারে চার সন্তানের জনকের ঐ পরস্ত্রীর ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলা ৬নং রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামে। গত ২শরা জুলাই এ ঘটনা ঘটে বলে জানাযায় ।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলা রায়পুর ইউনিয়নের মারুফদা গ্রামের মুনতাজ হোসেনের ছেলে চার সন্তানের জনক ভুট্রো (৫০) মিয়ার কু- দৃষ্টি পড়ে একই গ্রামের স্কুলপাড়াই বসবাসকারী সোহেল রানার স্ত্রী অন্তরা খাতুনের দিকে । তারপর থেকে অন্তরা খাতুনকে ভুট্রো মিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রস্তাব দিতে থাকে ।

ভুট্রোর প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় গত ২রা জুলাই রাতে ম্বামী সোহেল রানা বাড়িতে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পেরে লম্পট ভট্রো রাতে আঁধারে ঘরের জানালা দিয়ে পাটকাটিতে করে আগুন ধরিয়ে ঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছুড়ে মারে এ সময় ঘরের ভিতরে থাকা অন্তারা খাতুন এবং তার সাথে থাকা তারিই ভাসুরের মেয়ে বিষয়টি টের পেয়ে সাথে সাথে প্রাণ বাঁচাতে কোন ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পরে বাড়ির সকলে এবং পাড়া প্রতিবেশীরা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা গরু বিক্রির নগদ এক লক্ষ টাকা সহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছায় হয়ে যায় বলে এমনটি জানান ভুক্তভোগী পরিবার এবং ঐ সময় উপস্থিত ঐ মহল্লার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসেমের ছেলে রিদয় এবং মৃত সৈয়দ সরকারের ছেলে হাসান আলী সরকার। অন্তরা খাতুন জানান আমার স্বামী বাহিরে চাকুরি করে তাই আমি আমার শশুর বাড়িতেই একাই বসবাসকরি।

আমার স্বামী বাড়িতে না থাকাই সুযোগ বুঝে লম্পট ভুট্রো আমাকে দীর্ঘদিন ধরে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিল এমনকি বলতো আমি তার প্রস্তাবে রাজি না হলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই আমি আমার প্রাণ বাঁচাতে ও মান সম্মানের ভয়ে বিষয়টি এতদিন কাউকেই জানাতে

পারিনি। শেষমেশ সে আমাকে মেরে ফেলার জন্য এই প্লান করেন।

এদিকে ঘটনাটি ঘটার পরে ভুট্রো এলাকা থেকে শটকে পড়াই এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকাই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অন্তরা খাতুন গতকাল সকালে নিজেই জীবননগর থানাই উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনাটি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে জীবননগর থানার অফিসার্স ইনচার্জ সাইফুল ইসলামের বরাবর একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানাযায়।

ঘটনাটি এলাকাই জানাজানি হলে গ্রামের সকলেই উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মূলোক শাস্তির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেন একটি স্বপ্নপুরী

এক সময় শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের বিদ্যালয় ছিল একটি আতংকের নাম। ভয়ে ভয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেত। শিক্ষক ক্লাশ রুমে ঢুকলেই ভয়ে তাদের শরীর হিম হয়ে যেত। ঝরে যেত অনেক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। এখন সময় বদলেছে। আগের সেই ভীতিকর বিদ্যালয় আর নাই। এখন বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে শিশু শিক্ষার্থীদের কাছে একটি আনন্দের নাম। বাচ্চাদের মন ও মননে আকর্ষনীয় করে তুলতে রঙিন ঝলমলে করে তোলা হয়েছে একেকটি স্কুল।

এভাবেই রঙিন সাজে সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলমডাঙ্গার ওসমানপুর-প্রাগপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। এ যেন শিশুদের জন্য একটা স্বপ্নপুরী। স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর রং তুলির আঁচড়ে আহবান জানানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। শ্রেনী কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ফুঁটে উঠেছে শিশুদের মননশীলতার বিকাশে নানান রঙিন অংকন। সবই ছবি কিন্ত শিশুদের জন্য অনেক রঙিন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল আলম জানান, বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দমুখর একটি জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতেই এই ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দ নিয়ে সকাল হলেই স্কুলে আসার জন্য প্রস্তত হয়ে পড়ে।

স্কুলের সভাপতি জিল্লুর রহমান বলেন, বাচ্চাদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে স্কুলকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বাচ্চারাও আনন্দ নিয়ে স্কুলে আসবে। এখন তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

আলমডাঙ্গায় তৃতীয় বউকে ঘরে তুলেই বড় বউকে পিটিয়ে বের করে দিলেন কুয়েত প্রবাসী মোস্তাক

বিদেশ থেকে ফিরেই সদ্য বিবাহিত তৃতীয়তম স্ত্রীকে বাড়িতে তুলে বড় বউকে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলেন কুয়েত প্রবাসী মোস্তাক। তিন বছরের শিশুকন্যা মাহা ও সাত মাসের শিশুপুত্র মোহাম্মদকে কোলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে বড় স্ত্রী নাজমা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে নাজমাকে ঘরে তুলে দিয়ে আসে। এরপর দীর্ঘ ৯ বছরের সংসার জীবনের শেষে দিনের বেলায় তারই ঘরে অন্য একটি মেয়েকে অঝোরে কাঁদতে থাকে নাজমা।

থানার এসআই জুয়েল বলেন, নাজমার অভিযোগ পেয়ে ওসি স্যারের নির্দেশে তাকে বাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছি। তার স্বামী মোস্তাক বলেছে সে নাজমাকে তালাক দিয়েছে। তবে তালাকনামার কাগজ না দেখানো পর্যন্ত নাজমাকে ওই বাড়িতেই থাকতে বলেছি। এরপর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নাজমা জানান, সাত মাস আগে তার স্বামী মোস্তাক কুয়েত থেকে দেশে আসেন। এসেই আলমডাঙ্গার হাজিমোড়ের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রূপার সাথে তার পরিচয় হয়। পরিচয়ের পরপরই তাদের ভেতরে অন্যরকম সখ্যতা গড়ে ওঠে। দিনে ও রাতে মোস্তাক রূপাকে ঘরে এনে তার সামনেই তারা

ফুঁর্তি করতো। প্রতিবাদ করলে মারধর করতো। বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিত।

প্রতিবেশীরা জানায়, মোস্তাক দেশে এসে যে ক‘মাস ছিল সে রূপাকে বাড়িতে এনে রাখতো। বড় বউকে মারধর করতো। এ ঘটনা জানাজানি হলে পাড়ার লোকজন কয়েক দফা তাদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তবে কিছুদিন পরেই মোস্তাক আবারো কুয়েতে পাড়ি জমান।

গত বুধবার (১ জুলাই) মোস্তাক আবারও দেশে ফিরে আসে। বাড়ি ফেরার সাথে সাথে রূপাও মোস্তাকের বাড়িতে এসে হাজির হয়। এবার মোস্তাক ঘোষনা দেয় সে সাত মাস আগেই রূপাকে বিয়ে করেছে এবং একই সাথে নাজমাকে তালাকও দিয়েছে। মুহুর্তে নাজমার আপন ঘর পর হয়ে যায়। নাজমা এতে প্রতিবাদ করলে মোস্তাক ও রূপা দুজনে মিলে দুই শিশুসহ তাকে বাড়ি থেকে পিটিয়ে বের করে দেয়। নাজমা পথে নেমে পড়ে। প্রতিবেশীরা মোস্তাক ও রূপার ওপর ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা নাজমাকে থানা পুলিশকে জানাতে পরামর্শ দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে নাজমাকে বাড়িতে তুলে দিয়ে আসে। তবে মোস্তাক নাজমাকে তালাক দেয়ার কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হারদী ইউনিয়নের লক্ষিপুর গ্রামের রবিউল খলিফার ছেলে মোস্তাক প্রথমে ঝিনাইদহের শাবানার সাথে বিয়ে করে। সেই সংসারে শাকিল নামের এক ছেলে রয়েছে তার। কয়েক বছরের মাথায় মোস্তাক প্রথম স্ত্রী শাবানাকে তালাক দিয়ে দেয়। ছেলে শাকিলের বয়স এখন কুড়ি বছর।

এরপর সে ২০১১ সালে চক মেহেরপুরের শামসুল হকের মেয়ে নাজমাকে বিয়ে করে। নাজমার সংসারে তিন বছরের শিশুকন্যা মাহা ও সাত মাসের মোহাম্মদ নামের একটি শিশুপুত্র রয়েছে। গত সাত মাস আগে কুয়েত থেকে মোস্তাক দেশে ফিরে আবারো শহরের হাজি মোড়ের হোমিও ডাক্তার রূপার সাথে পরিচয় হয়। পরিচয়ের পরপরই তারা দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কুর্শা গ্রামের আব্দুর রশিদের মেয়ে রূপারও এটি দ্বিতীয় বিয়ে বলে জানা গেছে। এরআগে চুয়াডাঙ্গার জয়রামপুর গ্রামের হেলাল নামের একটি ছেলের সাথে রূপার বিয়ে হয়। দেড় বছর আগে হেলালের সাথে রূপার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

রূপা জানিয়েছে, সাত মাস আগে মোস্তাক দেশে এলে তার বাড়িতে বাসা ভাড়া নিতে গিয়ে পরিচয় হয়। এরপর তারা একে অপরের সাথে ভালবাসার

সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর কিছুদিন পরই কুষ্টিয়ার মিরপুরের একটি কাজি অফিসে গিয়ে তারা বিয়ে করে।

মোস্তাক জানায়, একাধিক বিয়ে করা তো আইনেই আছে। আর সরকারী নিয়মে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ারও নিয়ম আছে। আমি আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিয়ে করেছি।

দুইটি শিশু সন্তানের জন্য এটা অন্যায় জানালে তিনি চুপ করে থাকেন। তবে সর্বপ্রথম স্ত্রী শাবানার ছেলে সাকিলের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সেও তো বড় হয়েছে। তার বয়স এখন ২০ বছর।

নাজমা জানায়, তার পিতা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ্য হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। বৃদ্ধ মা বাড়িতে। এখন তার আর অন্য কোথাও যাওয়ারও জায়গা নেই। তিনি জানান, কোলে তার দুইটি শিশু সন্তান। এই মাসুম দুইটি বাচ্চাকে নিয়ে এখন কোথায় যাব? সন্তানদের ওপরে মোস্তাকের কোন মায়া-মহব্বত নেই।

মিরপুরে কৃষকের কমলা-মালটা- পেঁয়ারা বাগান তছনছ!

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এক কৃষকের দেড় বিঘা জমির কমলা-মালটা ও পেঁয়ারা গাছ কর্তন করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল শুক্রবার (০৩ জুলাই) সকালে জমিতে গিয়ে গাছগুলো কাটা পড়ে থাকতে দেখে ঐ কৃষক।

ঘটনাটি ঘটেছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের আশানগর এলাকার কৃষক জিয়াউর রহমানের জমিতে।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক জিয়াউর রহমান জানান, আমি ৭-৮ মাস আগে নিজের দেড় বিঘা জমিতে প্রায় এক হাজার গাছের চারা লাগিয়েছিলাম। এর মধ্যে কমলা লেবু, মালটা এবং পেঁয়ারা গাছের চারা রয়েছে। পেঁয়ারা গাছ গুলোতে ফুল এবং গুটিও এসেছে। আশা ছিলো এবছর শুধু পেঁয়ারাই পাবো প্রায় লাখ টাকার।

তিনি বলেন, সকালে জমিতে লেবার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখি বাগানের ১ হাজার গাছের মধ্যে প্রায় ৬শ গাছ কাটা পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩-৪শ পেঁয়ারা গাছ, ১২০টি কমলা লেবু এবং ৫০ টি মালটা গাছ। এতে আমার প্রায় ৩ লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো জানান, ফল চাষ লাভজনক হওয়ায় আমার ছোট ভাই এর পরামর্শে আমি এসব ফলের বাগান করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম।

গতকাল আমি ১৫ হাজার টাকা বিঘাপ্রতি হিসাবে ২২ বিঘা জমি বর্গা নিয়েছি এসব ফলের বাগার করার জন্য। এজন্যই হয়তো কেউ শত্রুতা করে এমন ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। তবে যেই এমনটি করুক আমি তার বিচার চাই।

এ ঘটনায় মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের ক্ষেত পরিদর্শন করেছেন।

এ ব্যপারে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম জানান, শত্রুতা বসত এ ঘটনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে ঐ কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

কুষ্টিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে কিশোর খুন

কুষ্টিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে তরিকুল ইসলাম (১৭) নামে এক কিশোর খুন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়া পুলিশ ক্লাব সংলগ্ন খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তরিকুল শহরের চর কুঠিপাড়ার কামু আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্য¶দর্শীরা জানান, স্থানীয় যুবকÑকিশোররা প্রতিদিনের মত বিকেলে ওই মাঠে ফুটবল খেলছিল। এ সময় চর থানা পাড়ার আব্দুস সালামের ছেলে মিনারুল ইসলামের সঙ্গে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তরিকুলের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে মিনারুল তার পকেটে থাকা ছুড়ি বের করে তরিকুলের শরীরে উপর্যপুরি আঘাত করে পালিয়ে যায়।

এতে তরিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, স্থানীয়রা গুরুতর আহত তরিকুলকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। স্থানীয়দের অনেকেই এ ঘটনাকে স্থানীয় কিশোর গ্যাং এর কাজ বলে মন্তব্য করছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি গোলাম মোস্তফা জানান, ঘটনার পর থেকে হত্যাকান্ডের হোতা মিনারুল পলাতক রয়েছে। তাকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে প্রতিবন্ধীকে নির্যাতন, হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুরে আনেছা খাতুন নামের এক শারীরিক প্রতিবন্ধীকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় আমিরুলের বিরুদ্ধে। একই সাথে প্রতিবন্ধীর মা ওমাতন খাতুনকেও মারধর করে প্রতিপক্ষরা। মা-মেয়ে দুজনেই মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর নীলমনি পাড়ায় গত বুধবার এ ঘটনা ঘটে। ঐ দিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানান প্রতিবন্ধী আনেছা খাতুন।

আনেছা খাতুন জানান, গত বুধবার সকাল ১০ টার দিকে আমি আমার মা সহ বাড়িতে ছিলাম। এমন সময় আরমানের ছেলে আমিরুল, রুহুল, আরমানের মেয়ে জান্নাতন, আমিরুলের স্ত্রী সুমনা ও পিজ্জার আলীর মেয়ে অনুরা খাতুন অনধিকার বাড়িতে প্রবেশ করে লুটপাট করার চেষ্টা করে। আমি

বাধাঁ দিতে গেলে আমার চলাচলে ব্যবহৃত লাটি দিয়ে আমাকে বেধড়ক মারতে থাকে। আমার মা বাধাঁ দিতে গেলে তাকেও মারতে থাকে আমিরুল সহ তার গ্রুপের লোকজন। প্রায় ৩০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

পরে স্থানীয় কয়েকজন আমাদের উদ্ধার করে আমাকে ও আমার মাকে মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসে। আজ তিনদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। ঘটনার দিন মেহেরপুর থানায় ৫ জনকে আসামি করে অভিযোগ দায়ের করি। পরে অভিযোগ আমলে নিয়ে ওসি মামলাটি রেকর্ড করেন, যার নং ০১। তিনি আরও জানান, থানার অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্যও আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ডাক্তার হাবিবুর রহমান জানান, গত বুধবার মা-মেয়ে দুজনেই হাসপাতালে ভর্তি হয়। এখনো পর্যন্ত তাদের চিকিৎসা চলছে। আগের চেয়ে মোটামুটি সুস্থ। অল্পদিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে আশা করছি।

প্রতিবন্ধী আনেছার মা ওমাতন খাতুন জানান, এর আগেও আমাদের আমিরুলের লোকজন মারধর করে। আমরা অসহায় গরিব মানুষ তাই সাহস করে কাউকে কিছু বলতে পারিনি। আমাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। এলাকার প্রভাবশালী লোকদের সাথে আমিরুলের চলাফেরা। কিছু বলতে গেলে আমাদের গ্রামে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে। আমাদের মারধরের ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছি।

শ্যামপুর গ্রামের ইউপি সদস্য আক্তার হোসেন জানান, প্রতিবন্ধীকে মারধরের ঘটনা আমি পরে শুনেছি। এ নিয়ে গ্রামে একটি শালিসও হয় কিন্তু আমাকে ডাকা হয়নি। সেই শালিসে কি হয়েছে আমার জানা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শ্যামপুর গ্রামের কয়েকজন জানান, অভিযুক্ত আমিরুল একসময় সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য ছিল। তিনি হত্যা, ডাকাতি, বোমাবাজিসহ বেশ কিছু মামলার আসামি । বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন এলাকার ত্রাস হিসেবে পরিচিত ছিল আমিরুল। বর্তমানে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কিছু নেতার সাথে উঠাবসা করে এলাকায় নেতা হিসেবে পরিচিত।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই ইকবাল জানান, মামলা রেকর্ড হওয়ার পর আসামি ধরার চেষ্টা চলছে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামিদের আটক করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, আমরা প্রতিবন্ধী

আনেছা খাতুনের অভিযোগের সত্যতা পেয়ে মামলা নিয়েছি। একজন প্রতিবন্ধীকে শারীরিক নির্যাতনের জন্য যারা দায়ী তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

সর্দি-কাশির সমস্যায় কখন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া জরুরি?

করোনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন গরমও বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে রোগ-বালাইও। করোনা ছাড়াও এখন মানুষজন সাধারণ ফ্লুতে আক্রান্ত হচ্ছে। নাক দিয়ে পানি ঝরা, জ্বর জ্বর ভাব, টানা কাশি হওয়া, গলাব্যথা ইত্যাদি সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে বেশি বেশি। সর্দি-কাশি বেশ অস্বস্তিকর সমস্যা। অনেকেই এর থেকে দ্রুত রেহাই পেতে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে দেন। তবে অবশ্যই জানতে হবে, সর্দি-কাশি হলেই কি অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে বা কখন খাওয়া জরুরি?

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইউএস পিপলস হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ডা. মাওলানা মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। চলুন জেনে নেয়া যাক সেই সম্পর্কে-

তিনি বলেন, সারা বিশ্বেই অ্যান্টিবায়োটিক পরে দেয়া হয়। খুব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা হয়। না হলে সেগুলো রেজিসটেন্ট হয়ে যায়। সবক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া যায় না। দেয়া উচিতও নয়। সাধারণ সর্দি-কাশি আপনা থেকেই ভালো হয়ে যায়। যদি দীর্ঘদিন সমস্যা থাকে, জ্বর থাকে, অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই।

সূত্র: প্রিয়.কম

মেহেরপুরের বিদায়ী ডিসির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ পুলিশ কর্মকর্তাদের

মেহেরপুরের বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনির সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা।
শুক্রবার বিকালে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর নেতৃত্বে জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা জেলা প্রশাসক মো আতাউল গনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এসময় পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বিদায সাক্ষাতকালে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, হাসিবুল আলম, মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ দারা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।